ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৬৫১
আগরতলা,৩০ আগস্ট,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রকৃত তথ্য

২৬ শে আগস্ট ২০২৫ -এ স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘‘লিঙ্কের অজুহাতে ছাঁটাই রেগা শ্রমিকের নাম, উদ্বেগ কংগ্রেসের’’ শীর্ষক সংবাদটি রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সাথে সাথে সংবাদটি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। উক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দপ্তর মনে করছে যে সংবাদটি বিভ্রান্তিকর এবং বহু ভুল তথ্য এই সংবাদটিতে পরিবেশিত হয়েছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তর দ্বারা প্রদেয় স্পষ্টিকরণ নিম্নরূপ-

যথাযথ যাচাইয়ের পরে নিম্নলিখিত কারণে এম.জি.এন.রেগার জব কার্ড বাতিল হতে পারে।

- কোন পরিবার যদি স্থায়ীভাবে শহরাঞ্চলে চলে গিয়ে থাকে।
- জব কার্ড যদি নকল বা জাল প্রমাণিত হয়।
- জব কার্ড যদি জাল নথির উপর ভিত্তি করে নিবন্ধিত হয়ে থাকে (অর্থাৎ, অনুমোদিত কর্মী ব্যতীত অন্য কারোর দ্বারা অথবা অস্তিত্বহীন ব্যক্তিকে জাল পরিচয়ের ভিত্তিতে নিবন্ধিত করা হয়ে থাকলে)।
- কোন পরিবার যদি অন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়েতে চলে গিয়ে থাকে।
- নিবন্ধিত ব্যক্তি যদি মারা গিয়ে থাকে।

২০০৫-০৬ সালে এম.জি.এন.রেগা চালু হওয়ার পর থেকে, রাজ্যে ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কমিটির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, বেশ কিছু জি.পি. (গ্রাম পঞ্চায়েত) / ভি.সি. (ভিলেজ কমিটি) Urban Local Body-তে একীভূত হয়েছে। ফলস্বরূপ, বছরের পর বছর ধরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে।

তবে, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বাতিলকৃত জব কার্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পুনর্বহাল বা পুনঃনিবন্ধিত করা হয়েছে এমন কর্মীদের জন্য যারা:
i) এক পঞ্চায়েত থেকে অন্য পঞ্চায়েতে স্থানান্তরিত হয়েছেন।
ii) পরিবারকে বিভক্ত করেছেন এবং নতুন পৃথক হওয়া পরিবারকে জব কার্ডের জন্য নিবন্ধিত করেছেন।

বলাবাহুল্য এম.জি.এন.রেগা একটি চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প যেখানে কাজ চাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে কাজ প্রদান করার বিধান রয়েছে এবং রাজ্যে ও তা প্রদান করা হয়ে থাকে। গত ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরে রাজ্যে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩ কোটি শ্রম দিবস। কিন্তু রাজ্যে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর রাজ্যে গড়ে ৬০ দিন কাজ হয়েছে যেখানে জাতীয় গড় শ্রমদিবস ছিল মাত্র ৫০ দিন। দেশের মধ্যে গড় শ্রমদিবসের দিক দিয়ে রাজ্যের স্থান গত অর্থ বছরে ছিল সপ্তম। বর্তমান অর্থ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য প্রাথমিক ভাবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমদিবস বরাদ্দ করেছে যা পরবর্তী সময়ে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে আরো বৃদ্ধি করা হতে পারে।

২-এর পাতায়

বর্তমান অর্থ বৎসরে ২৭ শে আগস্ট ২০২৫ ইং অব্দি রাজ্যে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে যেখানে শ্রমিকরা চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে ২৫ দিন করে কাজ পেয়েছেন। এম.জি.এন.রেগাতে গত ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরে রাজ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ১১০৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা এবং বর্তমান অর্থ বৎসরে ২৭ শে আগস্ট ২০২৫ ইং অব্দি ব্যয় ৪১৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা

এম.জি.এন.রেগা প্রকল্পে চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়মত কাজ প্রদান না করা হলে পেনাল্টি স্বরূপ unemployment allowance প্রদান করার বিধান রয়েছে। বর্তমান অর্থ বৎসরে কাজ চেয়ে কাজের স্থানে এসে কাজ পায়নি এমন শ্রমিকের সংখ্যা শূন্য।

তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে রাজ্যে এম.জি.এন.রেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো প্রকার ঘাটতি নেই এবং কোনও অজুহাতেই রাজ্যের রেগা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী কোনও রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

*****